জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর, পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা ভাদ্র বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 19th Aug, 1953 | ১৪শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২২,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬০ সাল

স্বাধীনতার ছয় বৎসর

—•—

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতে স্বাধীনতা শুভাগমন করিলেও ইংরাজের বউনির স্থান মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা সেদিনও স্বাধীনতার ভাল মন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কারণ—খুলনা জেলায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী বলিয়া সেখানে তেরঙ্গা পতাকা এবং মুর্শিদাবাদে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের জন্য অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল। এই দুই জেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলিত হইলেও তখনও সীমানা নির্দ্ধারণের রায় র‍্যাডক্লিফ সাহেবের দপ্তরেই অপ্রকাশিতভাবেই অবস্থান করিতেছিল। মুর্শিদাবাদের অধিবাসীর অধিকাংশই তাহাদের জেলা পাকসরকারের শাসনাধীনে যাইবে বলিয়া ম্রিয়মাণভাবে কালাতিপাত করিয়া তিন দিন পর জানিতে পারিলেন যে সমগ্র খুলনা জেলা পাকীস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইল, আর সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা ভারত ইউনিয়নের মধ্যে স্থান পাইল। খুলনায় আবার একদিন অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত পতাকা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় তেরঙ্গা-পতাকা উত্তোলিত হইল। জেলার যে সমস্ত মুসলমান নেতারা মিছিল করিয়া চীৎকার করিতেন "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" আর গান গাহিতেন—"দূর হটো, দূর হটোরে কংগ্রেসবালা, পাকীস্তান হামারা হ্যায়," তাঁহাদের মুখে বিষাদের রেখা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। কেহ কেহ এই নাপাক স্থানে থাকা অপছন্দ করিয়া পাকীস্তান অর্থাৎ পবিত্র স্থানে গমন করিয়া ইহকাল ও পরকালের কাজ করিলেন। আবার ইহাদের কতকগুলি প্রধান "সবুরে মেওয়া ফলে" এই বাক্যের সুফল উপলব্ধি করিয়া পৈতৃক বাসস্থান ছাড়িতে বিরত হইলেন। আজ সত্য সত্যই এই সবুর করিবার ধৈর্য্যের জন্যই খুব উগ্র কংগ্রেস বিরোধী মুসলমান আজ কংগ্রেসের গোঁড়া ভক্ত হইয়া বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রাদেশিক বিধান পরিষদে এমন কি লোকসভায় পর্য্যন্ত মেম্বর হইয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ প্রতিপত্তির সহিত পরম সুখে ঘীয়ে খাইয়া দুধে আঁচাইয়া দিনপাত করিতেছেন। শুধু মুসলমান কেন যে সব হিন্দু জমিদার ইংরাজ আমলে কংগ্রেসের নাম শুনিলে চমকিয়া উঠিতেন, এক কথায় বলিতে গেলে যাঁহারা ছিলেন বুট-বিমণ্ডিত-শ্বেতপদের পরম উপাসক তাঁহারা আজ বিধান পরিষদে বা সভায় কংগ্রেসের শ্রীচরণের দাসানুদাস।

সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় যে সব অকংগ্রেসী হিন্দু মুসলমান কংগ্রেসের গোঁড়া ভক্ত হইলেন, ইহারা পুরাণে বর্ণিত রত্নাকর দস্যুর মত বাল্মীকি মুনিত্ব কেহই প্রাপ্ত হন নাই। ইংরেজ এঁদের শিখিয়ে গিয়েছিল—pet (পেট) মানে প্রিয়, ইঁহারা তাহাকেই মূলমন্ত্র ধরিয়া,

"যাতে কিছু পাই তাতেই খুশি।
কখনও বা ব্রাহ্মণ সাজি,
হাতে নিয়ে ফুলের সাজি,
কখনও বা তামাক সাজি,
সাজি মাটিতেও কাপড় ঠাসি।
যাতে কিছু পাই তাতেই খুশি।"

এই কংগ্রেসী নায়কদের মধ্যেও প্রাপ্তি যোগ দেখিলে, মান মর্য্যাদা কিছুই গ্রাহ্য করেন না। এমন দৃষ্টান্তও আছে, আজ গবর্ণর, উন্নতি করে হলেন গবর্ণর জেনারেল, পেন্‌সন্ হলো, তার পরই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী—একটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবেন? অমনি দ্বিধা না ক'রে হয়ে গেলেন রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী।

সাধারণ নির্ব্বাচনের কিছুদিন পূর্ব্বে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন। সাধারণ নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই সভাপতিত্ব নিলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালজী। নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের ভোট সংগ্রহে বাহির হইয়া নির্ব্বাচনের পর ভারতবাসীর প্রত্যেকের হাতে চাঁদ দিবার মত প্রতিশ্রুতি দিতে লাগিলেন। যেমন স্বাধীনতা পাওয়ার আগে সব কালাবাজারী, ভেজালওয়ালাদের লাইট পোষ্টে ফাঁসিতে লটকাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ইহাও তাহা অপেক্ষা কম ধাপ্পাবাজী নয়। আশা দিলেন কংগ্রেস মনোনয়নে অনেক দোষ ত্রুটি আছে, ইলেকসনের পর সব সংশোধন করিয়া দিবেন। কিছুদিন আগে এক বিহার প্রদেশে ১০০০০০০ দশ লক্ষ কংগ্রেস সভ্যের মধ্যে ৮০০০০০ আট লক্ষই ভুয়া ধরা পড়িয়াছে। জহরলালজী এই কংগ্রেসের সভাপতি। আমরা সেই কংগ্রেসের শাসনাধীনে। বক্তৃতার তুবড়ী ছুটাইয়া মানুষের বিশ্বাস জন্মাইয়া কতক কংগ্রেসী সভাপতি হিসাবে ভারে, বাকিটা ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে ধারে, কংগ্রেসের জোড়া বলদের নামে ভোট যোগাড় করিলেন। বামপন্থী দল পরস্পর গুতোগুতি করিয়া কংগ্রেসের ভোটপ্রাপ্তি কম হইলেও, বামপন্থীদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশী ভোট পাওয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরই জয় জয়কার হইল। এখন বামপন্থী দল ঠেকিয়া শিখিয়াছে; তাই যত উপনির্ব্বাচন হইতেছে প্রায় সবটাতেই কংগ্রেসের ডিগবাজী। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইল দেশের লোক আর বচনে ভুলিবে না।

পশ্চিম বাংলাতেও প্রধান মন্ত্রী ভোটের দালালী করিতে আসিয়া সংখ্যায় বেশী নির্ব্বাচিত করিতে সক্ষম হইলেও দেশের লোক কংগ্রেসকে তাহার মন্ত্রিগণের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করাইয়া ছাড়িয়াছে। সাত সাতটী জাঁদরেল মন্ত্রী চিৎপটাং হইয়া বিপক্ষের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় ২১০০০ হাজার ভোট কম পাইয়া পরাজিত হইতে বাধ্য হইয়াও গায়ের ধূলো ঝাড়িয়া উঠিয়া এম-এল-এ হইবার বদলে এম-এল-সি হইয়া বীরত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

দেশে গণতন্ত্র শাসন প্রচলিত হইয়াছে, আমাদের পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন সময়ে জনগণ যাহাদের চায়না সেই খাদ্য-মন্ত্রী ও শ্রম-মন্ত্রীকে তাঁহাদের পূর্ব্ব আসনে বসাইয়া নিজের জিদ বজায় রাখিয়াছেন। গণমতের জয় ইহার সহ্য হয় না। নিজের খেয়ালে সাধারণের কত টাকা যে বিফলে ব্যয় করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ

অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

মীরজাফরী টোপ

যেদিন তোমরা সবে মিলে মোদের নিন্দিয়া—
ধূয়ো ধরলে সমস্বরে—"কুইট্ ইণ্ডিয়া !"
আপাততঃ ভারত ছেড়ে যাওয়াই হ'লো মত,
মাউণ্টব্যাটেন রয়ে গেল, খুলতে ঢোকার পথ।
তোমাদেরও বুদ্ধিভ্রংশ নেহাৎ অল্প না—
মোদের হাতেই পাঁচ বছুরে পরিকল্পনা।
এখন কেমন, বুঝছো কিছু? পেতেছি কি ফাঁদ!
বড় ছোট দু' ভায়েরই হাতে দিব চাঁদ !

বুঝেছ কি কোন্‌খানেতে পাতবো মোদের ঘাঁটি
বিশ বছরের দোস্ত এখন বুঝছ কেমন খাঁটি ?
কাশ্মীরী শের ধরা পড়ে, খাঁচায় হলো বন্দী
পাকিস্তানে হাহাকার, কেমন মজার ফন্দী !
কাদের কিসে বশ করা যায় জানি বরাবর
ভারত জুড়ে কেবল ঘুরে বহুৎ মীর জাফর।
যে যা চাবে, সে তা পাবে, রকমারী "হোপ"
ফেলেছি তাই ইঙ্গ-মার্কিন মীরজাফরী টোপ।

তারিখ পরিবর্ত্তন

জঙ্গিপুর স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা আগামী ২১শে আগষ্টের পরিবর্ত্তে ২৩শে আগষ্ট রবিবার বেলা ১ ঘটিকার সময় হইবে। ১৩।৮।৫৩

শ্রীপ্রাণগোপাল চট্টোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা ১৯৫৩ সালের হজ গমনেচ্ছু যাত্রিগণের অবগতির জন্য জানান যায় যে হজের ব্যয় ও যানবাহন সম্পর্কে বিশদ নিয়মাবলী জঙ্গীপুর মহকুমা হাকিমের অফিসে ছুটির দিন বাদে বেলা ১টা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত জানিতে পারা যাইবে।

স্বাঃ এস, কে, ঘোষ,
মহকুমা হাকিম, জঙ্গীপুর।

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে !
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গাড়েনরীচ (কলকাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

Notice.

Applications are invited in prescribed form for the provision of stage carriages on the following routes which have already been declared permanent. Applications will be received by the undersigned upto 31.8.53

1 Berhampore-Lalgola via Chunakhali
2 Kandi-Panutia.
3. Kandi-Panchthupi.
4. Panchthupi-Belgram via Kandi.
5. Berhampore-Jiaganj.
6. Berhampore-Katlamari via Lalbagh.

Sd/- S. B. Majumdar,
Secretary,
Regional Transport
Authority, Murshidabad.

Dated,
Berhampore,
The 5.8.53.

অষ্টাশীতি (৮৮) বর্ষীয়া বৃদ্ধার লোকান্তর প্রাপ্তি

দফরপুর গ্রামের স্বর্গত রায় কিরীটভূষণ দাস বাহাদুরের মাতৃদেবী রাজেন্দ্রবালা তাঁহার আদর্শ-চরিত পুত্রকে হারাইয়া জীবন্মৃতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে একটি কন্যাও মাকে শেষ দেখা করিয়া কলিকাতায় দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রবালা ছিলেন আদর্শ পল্লীগৃহিণী। এত বয়সেও তিনি কুলকামিনীসুলভ লজ্জা ও নম্রতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মানুষ দেখিলেই মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দেওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণে পরিণত হইয়াছিল। আমরা কখনও তাঁহার ক্রোধ বা অহংকার দেখি নাই। রুক্ষ কথা কখনও তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে তিনি দুইটি পৌত্র, তিনটী পৌত্রী, দুই কন্যা, বহু দৌহিত্র দৌহিত্রী এবং প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র চব্বিশ পরগণার সব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর শ্রীধীরেন্দ্রকুমার কর্ম্মস্থানে থাকায় কনিষ্ঠ পৌত্র শ্রীহীরেন্দ্রকুমার তাঁহার শেষকৃত্য সমাপন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিয়োগ-ব্যথিত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—
শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

করিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হন না। সম্প্রতি বিলাতী ট্রাম কোম্পানির ৫ এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির খেয়ালে ঐ দুই অবাঞ্ছিত মন্ত্রীর হাতে রাজ্যের ভার দিয়া ইউরোপ গিয়া, কলিকাতায় যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে আমরা গণতন্ত্র স্বাধীন দেশে আছি না একজন খামখেয়ালী জেদীর শাসনাধীনে আছি, তাহা অনুভব করিয়া হতাশ হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

পশ্চিম বঙ্গের লোক খাদ্য পরিধেয়ের কষ্টে আছে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সুবন্দোবস্ত নাই, অথচ পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাসাদোপম ভবন উত্তোলিত হইল কোন্ আলাদীনের প্রদীপ ঘর্ষণ করিয়া তাহা কেহ বলিতে পারে না। কংগ্রেস গৃহ-প্রবেশ করিল, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাহাতে পৌরোহিত্য করিলেন, কিন্তু এই ভবন কেমন করিয়া হইল, কে ইহার ব্যয়ভার বহন করিল, তাহার নামোল্লেখ করিতে কেহ শুনিল না। এত বড় দাতাটী কে, কেন ইঁহার এই দানের প্রবৃত্তি হইল, তাহার কোন বর্ণনা কেহ শুনিল না। ভবনের দাতা হিসাবে কাহাকেও ধন্যবাদ দেওয়া হইল না।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের মোটর গাড়ীর দাম কত? আনন্দবাজার এই প্রশ্ন করায় কংগ্রেসের মুখপত্র "জনসেবকে" বর্দ্ধমানের কংগ্রেস সেবক আবদুস সাত্তার জবাব দিলেন—কোন্ খানের দাম তাঁরা চান? কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষের তিনখানা গাড়ী আছে, একখানিও তিনি কেনেন নাই। তাঁহার কোনও আয় নাই। কংগ্রেসের ভবন কে দিলেন? ইহার উত্তরে সাত্তার সাহেব 'জনসেবকে' লিখেন কংগ্রেস ভবনের জন্য আরও টাকা দরকার। আমরা এই কংগ্রেসের শাসনাধীনে স্বাধীন রাজ্যে বাস করি। পশ্চিম বাঙলার মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ গত বৎসর সত্তর হাজার টাকার তোড়া, এবারে আবার ১০০০০০৲ এক লক্ষ টাকার তোড়া উপহার দিলেন। এ টাকা তিনি কোথায় পাইলেন? যে দেশের লোকের পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, বৎসর বৎসর এই টাকা কোন্ সুনীতিপূর্ণ পন্থায় সংগ্রহ হয়? ইহার জবাব কে দিবে?

ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী দেশের লোককে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে বোম্বাই প্রদেশে এক মোরারজী দেশাই ছাড়া আর কোনও পরাজিত সদস্য মন্ত্রী হইবেন না। বাংলায় দুই দুইটি পরাজিত মন্ত্রীকে মন্ত্রীর গদীতে বসান হইল কেবল জনমতকে পদদলিত করার জন্য নয় কি? ছয় বৎসরের স্বাধীনতার আনন্দ ভুলিবার নয়।

দিল্লীতে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী

গত ১৬ই আগষ্ট সন্ধ্যায় পালাম বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি সদলবলে উপনীত হইলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুজী করাচীতে। যেমন অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন তাহার অনুরূপ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন জন্য রাজসিক আয়োজন করিয়া স্বয়ং বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন।

বর্ত্তমানে কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার জন্য উভয় মন্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ভারত পাকিস্তানের সহিত সর্ব্ববিরোধ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণকে লইয়া রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে:—

১। এস-ডি-ও জঙ্গিপুর, সভাপতি, ২। শ্রীমুক্তি-পদ চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি, ৩। শ্রীরোহিনীকুমার রায়, সম্পাদক, ৪। শ্রীমতী আরতি ব্রহ্ম, সভ্যা, ৫। শ্রীভবরঞ্জন দে, সভ্য, ৬। শ্রীকুবেরচাঁদ হালদার, সভ্য, ৭। ডাঃ জে-এন রায়, সভ্য, ৮। ডাঃ শান্তিময় রায়-চৌধুরী, সভ্য, ৯। শ্রীঝড়ুলাল দাস, সভ্য, ১০। শ্রীমতী শান্তি গাঙ্গুলী, (প্রধান শিক্ষয়িত্রী), সভ্যা, ১১। শ্রীহেমগোপাল চট্টরাজ, সভ্য, ১২। শ্রীপতিনাথ চক্রবর্ত্তী, সভ্য।

---

৮৫ বৎসরের বৃদ্ধের পরলোক

জঙ্গিপুর মহকুমার ধুসরীপাড়া নিবাসী শ্রীরমেশ-চন্দ্র সরকার মহাশয়, শিবপুর কলেজ হইতে এগ্রি-কালচার পরীক্ষায় পাশ করিয়া মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, পরে বিহার সরকারের অধীনে ক্যানাল বিভাগে কার্য্য করিয়া পেন্সন পাইয়া রঘুনাথগঞ্জে বাসবাটী ক্রয় করতঃ বাস করিতেছিলেন। তিনি বিধবা পত্নী, ৪ পুত্র, সাত কন্যা রাখিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করি-য়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাধাশ্যাম সরকার এম-এ, বি-সি-এস পাশ করিয়া হুগলী জেলার আবগারী বিভাগে ইন্স্পেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া-ছেন। আমরা রমেশ বাবুর শোকার্ত্ত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বীরভূম জেলার অন্তর্গত কুণ্ডলা নিবাসী শ্রীগণপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিগরের নিকট সন ১৩৬০ সালের ২২শে আষাঢ় তারিখের রেজষ্ট্ররীযুক্ত বিক্রয় কবালামূলে মুর্শিদাবাদ জেলার ১১০নং ও ১১১নং ও ১৩২নং, ৩৩৯নং ও ২৩নং, ৪৩৪। ১৪।২২ ১২৯৪নং তৌজির মহালের তাঁহাদের অংশের নাখেরাজ জমি প্রজায় স্বত্বীয় খাস জমি ও মোকররী স্বত্বীয় খাস জমি ও যাহা নিম্পিবিরোল, জিনদীঘি, বন্যেশ্বর, বুঁদি, তাঁতিবিরোল, মাঠখাগড়া, সের মৌজা হায়ের মধ্যে আছে উহা সমস্তই খরিদ করিয়াছি।

শ্রীচন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল,
সাং মণ্ডলপুর, ডিঃ রঘুনাথগঞ্জ।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

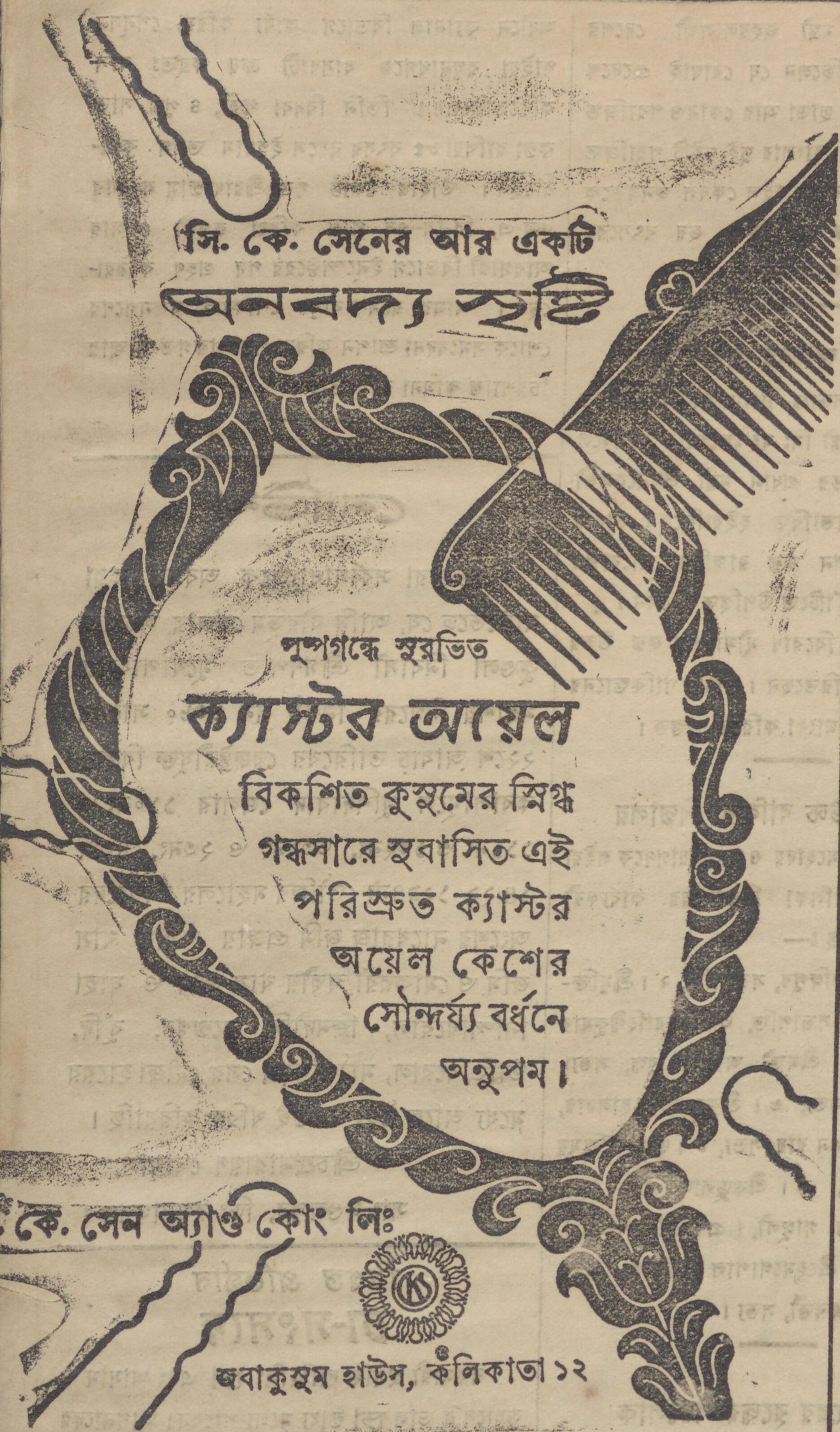

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।